

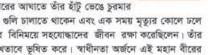
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ

আমাদের অনুপ্রেরণা

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ

অবস্থান থেকে একাই শক্রপক্ষের ২টি লঞ্চ ও ১টি স্পিভবোট পানিতে ভুবিয়ে দেন। ফলে প্রায় ২ প্লাট্টন শক্র সৈন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে। আচমকা শক্রবাহিনীর মর্টারের হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গীরা যেন প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে পৌছাতে পারে সেজন্য মারাত্মক আহত অবস্থায়ও নূর মোহাম্মদ শেখ গুলি চালাতে থাকেন এবং এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে গোলার আঘাতে নানিয়ারচরের বাছড়ি নামক স্থানে তিনি শাহাদত বরণ করেন। বীরশ্রেষ্ঠ মুলী আব্দুর রউফের সমাধি পার্বত্য রাঙ্জামাটি জেলার নানিয়ারচরে। তাঁর পড়েন। যশোরের শার্শা থানার কাশিপুর গ্রামে এই বীর যোজাকে সমাহিত করা হয়। নূর মোহাম্মদ শেখ নিজের প্রাণের বিনিময়ে সহযোজাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। তাঁর অপরিসীম বীরতু, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান সূচক 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করে। স্বাধীনতা অর্জনে এই মহান বীরের এই অপরিসীম বীরতু, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সম্মান সূচক 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করে। স্বাধীনতা অর্জনে এই মহান বীরের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুস্সী আব্দুর রউফ ১৯৪৩ সালের ০৮ মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার (বর্তমানে মধুখালী) সালামতপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ নূর মোহাম্মদ পেখ ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল জেলার মহিষ্পোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আমানত (বর্তমানে রউফ নগর) প্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুক্সী মেহেদি হাসান এবং মাতার নাম মুক্সিন্দ্রেছা। মুক্সী আব্দুর রউফ ১৯৬৩ শেখ এবং মাতার নাম জেন্লাতুল্লেছা। নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৫৯ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স (ইপিআর) এ যোগ দেন। তিনি ১৯৭১ সালের ০৮ মে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স (ইপিআর) এ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৭১ সালে চউগ্রামে ১১ নম্বর উইং এ সালে মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টর, যশোরের অধীনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর পর যখন মুক্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করা শুরু হয় তখন নিয়োজিত থেকে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের একটা অংশ এবং তৎকালীন তিনি যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার গোয়ালহাটি গ্রামে স্থাপিত একটি ক্যাম্পের অধিনায়কের দায়িতু পান। নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৭১ সালের ০৫ সেন্টেম্বর ইপিআরের কিছু সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে মুন্সী আব্দুর রউফ কোম্পানির মেশিনগানার হিসেবে রাঙামাটির 🛛 দুজন সঙ্গী নিয়ে গোয়ালহাটি গ্রামের অনতিদূরে ছুটিপুর ঘাঁটি টহল দেওয়ার সময় পাকবাহিনী তাঁদের আক্রমণ করে। নূর মোহাম্মদ শেখ তাঁর টহল দলটিকে মহালছড়ি নৌপথে প্রহরারত ছিলেন। কোম্পানিটি বুড়িঘাট চিংড়ি খালপাড়ের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। ০৮ এপ্রিল শক্রপক্ষের ২য় কমান্ডো রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। পাকবাহিনীর গুলিতে সহযোদ্ধা নানু মিয়া গুরুতর আহত হলে নূর মোহান্মদ শেখ হাতে এলএমজি এবং কাঁধে গুরুতর আহত ব্যাটালিয়নের একটি কোম্পানি ৬টি ৩ ইঞ্চি মর্টার ও ৩টি লঞ্চ নিয়ে প্রতিবক্ষা এলাকায় চুকে পড়লে ল্যান্স নায়েক মুন্সী আন্দুর রউফ তাঁর নিজের সঙ্গীকে নিয়ে শক্রবাহিনীর দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে থাকেন। হঠাৎ শক্রর দুই ইঞ্চি মর্টারের আঘাতে তাঁর হাঁটু ভেঙে চুরমার







बाक्जी वाध्यादन

08 CALE 7897

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক হুভেচ্ছা ও অভিনন্দন 'সীমান্তের অতন্ত্র প্রহরী' বিজিবি'র রয়েছে বীরতু, ঐতিহ্য ও গৌরবমণ্ডিত সমৃদ্ধ ইতিহাস।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে হানাদার বাহিনী ঢাকার পিলখানাস্থ তৎকালীন ইপিআর সদর দপ্তর আক্রমণ করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুপী আব্দুর রউফ্সহ এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য আত্মোৎসর্গ করে দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধসহ দেশমাতৃকার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বিজিবি'র যে সকল সদস্য আন্তত্যাগ করেছেন আমি তাঁদের গভীর শ্রন্ধার সাথে শ্বরণ করছি এবং তাঁদের আত্রার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি।

সীমান্তের সার্বিক সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের সার্বভৌমতু ও অথভতা রক্ষায় বিজিবি'র সদস্যগণ সততা, নিষ্ঠা ও শৃঞ্জলার সাথে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। দীমান্ত এলাকায় চোরাচালান রোধ, মাদক ও মানব পাচার প্রতিরোধসহ দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঞ্জলা রক্ষা এবং যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি ও দুর্যোগ মোকাবিলায় এ বাহিনীর দক্ষতা এবং পেশাদারিত জনআস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুখান পরবর্তী সময়ে সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও বহির্গমন রোধ, সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধান, শিল্প কারখানায় নিরাপত্তা প্রদানসহ সারাদেশের আইন-শৃঞ্জলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত অক্ষুণ্ণ রাখতে বিজ্ঞিবি'র সদস্যগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শৃঞ্চালা বজায় রেখে পেশাদারিত্বের সাথে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িতু পালন করবেন।

আমি বর্তার গার্ড বাংলাদেশ- এর অব্যাহত সাফল্য কামনা করি। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

> by broughout মোঃ সাহাবুদ্ধিন





'বর্ভার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০২৪' উদ্যাপন উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও ওভেছো।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ২২৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের অধিকারী একটি সুশৃঞ্জল আধা-সামরিক বাহিনী। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর সদস্যদের বীরোচিত ভূমিকা অবিশ্বরণীয়। এ বাহিনীর দুইজন বীরশ্রেষ্ঠসহ ১১৯ জন সদস্যের বীরভূপুর্ণ খেতাব অর্জন এবং ৮১৭ জন সদস্যের আত্মত্যাগ স্বাধীনতার ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ। বিজিবি'র ইতিহাস তাই আত্ম-প্রত্যয়, ত্যাগ ও গৌরবের ইতিহাস।

দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষা, সীমান্ত এলাকায় মাদক, চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধসহ দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঞ্জলা রক্ষা, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন এবং দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি'র ভূমিকা অত্যস্ত প্রশংসনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং মায়ানমারের অভ্যন্তরে চলমান সংখাতের জেরে সীমান্তে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলাসত মাধানমার থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা সেদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান এবং তাদেরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে বিজিবির ভমিকা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্তলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। জলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুখান পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা জোরদারের মাধ্যমে সীমান্ত দিয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিবর্গের পলায়ন রোধ ও আটক, সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধান, অভ্যত্থানে আহত ছাত্র-জনতার চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিল্প কারখানায় নিরাপত্তা প্রদানসহ সারাদেশের আইন-শৃঙ্গলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং সাম্প্রতিককালে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবির ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

আমি আশা করি, মাদক ও সন্ত্রাসমৃক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বিজিবির সদস্যগণ সততা, শৃঞ্জলা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই বাহিনীর সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবেন।

'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০২৪' উদ্যাপন উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল

২২৯ বছর পুরনো 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্যবাহী

প্রতিষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ভূমিকা অবিশ্বরণীয়। মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৭ জন সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এ বাহিনীর দু'জন বীরহেষ্ঠসহ ১১৯ সদস্য বীরত্বপূর্ণ

খেতাবে ভৃষিত হয়েছেন। ২০০৮ সালে 'স্বাধীনতা পদক' প্রাপ্তি মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বিশেষ

দেশের সীমান্ত সুরক্ষা, সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদক, নারী ও শিশু পাচার

রোধসহ দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঞ্জলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং

দুর্যোগ মোকাবিলায় বিজিবি'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে

শান্তি ও সম্পীতি প্রতিষ্ঠায় এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে চলমান পরিস্থিতি

মোকাবিলায় ও নতুন করে রোহিলা অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবি ওরুতুপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুখান ও বিজয় পরবর্তী সময়ে রাজধানী ঢাকাসহ

সারাদেশের জননিরাপত্তা হানিকর কর্মকাভ প্রতিরোধ, সীমান্ত দিয়ে বিভর্কিত ব্যক্তিবর্গের

পলায়ন রোধ ও আটক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধান এবং শিল্পকারখানায় নিরাপত্তা প্রদানসহ সাম্প্রতিককালে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা

আমি আশা করি, 'সীমান্তের অতন্ত্র প্রহরী' বিজিবি'র প্রতিটি সদস্য মাদক ও সন্ত্রাসমূক্ত

নিরাপদ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সততা, নিষ্ঠা ও শৃহুখলার সাথে দায়িতু পালন করবেন।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি'র ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

আমি বিজিবি'র অব্যাহত সাফল্য এবং সর্বাঙ্গীণ মঞ্চাল কামনা করি।

অবদানেরই স্বীকতি।

আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

CHam

লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব:)



দালনে বিজিবি'র মানবিক ও গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা। ২০২৪ সালের অন্যতম শ্বরণীয় ঘটনা ছিল ছাত্র আন্দোলন, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার আদায়ে রাস্তায় নেমে আসে। এই আন্দোলনে অনেক জায়গায় সংঘর্ষ ও বিশঙ্খলা তৈরি হলেও বিজিবি শান্তি রক্ষায় অনন্য দষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিজিবি মাঠে নামে এবং মানবিক আচরণ প্রদর্শন করে। (১)

অনেক জায়গায় বিজিবি'র সদস্যরা শান্তিপূর্ণ সমাধান আনতে মধ্যস্থতা করেছে। ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সকাল থেকে ঢাকার প্রবেশদ্বারে বিজিবি নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে ছাত্র-জনতাকে সমর্থন করেছে। (৩) ছাত্র-জনতার ন্যায্য দাবিকে শ্রন্ধার সাথে বিবেচনা করে আন্দোলনে তাদের পাশে থেকে বিজয় অর্জনে সহায়তা প্রদান করেছে বিজিবি সদস্যরা। এই মানবিক ভূমিকা শুধু আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে সাহায্য করেনি পাশাপাশি বিজিবি'র প্রতি মানুষের আস্থা ও ভরসা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সীমান্তে বিভর্কিত ব্যক্তিদের আটক। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বিতর্কিত বা দেশবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে সীমান্তে বিজিবি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিন্তিতে অভিযান পরিচালনা করে বিতর্কিত ব্যক্তিদের আটক করে। বিজিবি'র এই ধরনের কার্যক্রম দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপন্তা ও সীমান্ত সুরক্ষায় বড় অবদান রাখার পাশাপাশি জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনে।

এলাকাগুলোতে বিজিবি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করে। (২) বিজিবি'র উদ্যোগে ও ওয়ুধ প্রদান নিশ্চিত করা হয়। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আইন-শৃঞ্জলা রক্ষায় অন্তর্বতী সরকারকে সহায়তা। ২০২৪ সালে অন্তর্বতীকালীন সরকারের অধীনে রষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আইন-শৃঞ্জলা রক্ষায় বিজিবি গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের শান্তি-শৃঞ্জলা রক্ষায় তাদের

এই ভূমিকার জন্য প্রশংসা করছে সাধারণ মানুষ। ২০২৪ সাল বিজিবি'র কার্যক্রমে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সীমান্ত রক্ষা থেকে শুরু করে জাতীয় সংকট মোকাবিলা এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে বিজিবি অসাধারণ ভূমিকা পালন করছে। তাদের কার্যক্রম তথু দেশপ্রেমের উদাহরণ নয় বরং দেশের মানুষের হৃদয়ে আস্থা ও বিশ্বাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিজিবি'র এই ভূমিকা জাতির জন্য অনুপ্রেরণা এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের মাইলফলক হয়ে থাকবে। ২২৯ বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিজিবি'র নাম, কাঠামো ও দায়িত্বের ক্ষেত্র বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। কিন্তু

বিজিবি'র কাজের প্রতি অঙ্গীকার সবসময় দৃঢ় থেকেছে। বিজিবি একটি পেশাদার বাহিনী যা দেশের সীমান্ত রক্ষা, আইন-শৃঙ্গলা বজায় রাখা এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সীমান্তে চোরাচালান দমন, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং দেশের সার্বভৌমত রক্ষা করা তাদের মূল দায়িতের মধ্যে পড়ে। তবে, তাদের কাজ ওধু সীমান্ত রক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, তারা দেশীয় দুর্যোগ বা সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক সহায়তা প্রদান করে, যা দেশের জনগণের কাছে আরও বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে। বিজিবির সীমাস্ত রক্ষার এই দীর্ঘ যাত্রা আমাদের শিখিয়েছে যে, সময় এবং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, কর্তব্যের প্রতি অবিচল থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বিজিবির প্রতিটি সদস্য আমাদের জন্য একটি আদর্শ, একটি প্রেরণা। তাদের

ত্যাণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের উচিত নিজেদের অবস্থান থেকে দেশের সেবা করা এবং এই গৌরবময় ইতিহাসকে চিরকাল ধরে রাখা। সীমান্ত রক্ষার সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে, আমাদের সাহস জোগায় এবং আমাদের শেখায় কীভাবে দেশকে ভালোবাসতে হয়। বিজিবির এই আত্মত্যাগ এবং বীরত্নের ইতিহাস চিরকাল অক্ষুন্ন থাকবে, আমাদের গর্বের উৎস







প্রধান উপদেষ্টা ০৫ পৌৰ ১৪৩১

বর্ভার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক হুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বর্ডার গার্ভ বাংলাদেশ একটি ঐতিহাবাহী প্রতিষ্ঠান। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য এ বাহিনীর দু'জন বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং ল্যাপ নায়েক মূপী আব্দুর রউফসহ ১১৯ মুক্তিযোদ্ধা সদস্য খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে বিজিবি'র ইতিহাসকে করেছেন মহিমান্বিত।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমতু অক্ষুন্ন রাখার পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান রোধ, মাদক ও নারী-শিত পাচার রোধে বিজিবি 'সীমান্তের অতন্ত্র প্রহরী' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাছে। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুখান পরবর্তী সময়ে সীমান্তবর্তী এলাকাসহ সারাদেশের আইন-শৃঞ্জলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং সাম্প্রতিককালে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজ্ঞিবি'র ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

বিজিবি'র সদস্যরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতৃ সমুদ্রত রাখতে সর্বোচ্চ দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সার্বিক সাফল্য এবং উন্তরোপ্তর সমন্ধি কামনা করছি।







মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও চীয় সংহতি উদ্ভৱন বিষয়ক বিশেষ সহকারী প্ৰসাহাৰ বাংলাদেশ সৱকাৰ

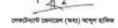
'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০২৪' উদ্যাপন উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক ওভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বর্জার গার্জ বাংলাদেশ একটি আধা,সাম্মবিক বাহিনী হিসেবে সীমান্ত বন্ধায় অজন প্রহরী হিসেবে দায়িতু পালন করে আসছে। এ বাহিনীর রয়েছে ২২৯ বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। কালের বিবর্তনে ও প্রয়োজনে বিজিবি আজ দেশের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। ামাদের মহান মক্তিয়দ্ধে এ বাহিনীর ভমিকা অবিশ্বরণীয়। মক্তিয়দ্ধে অসামান্য বীরতের জন্য এ বাহিনীর দু'জন বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নর মোহাম্মদ শেখ এবং ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফসহ ১১৯ মুক্তিযোদ্ধা সদস্য খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে বিজিবি'র ইতিহাসকে করেছেন

পাশাপাশি দেশের যে কোনো দর্যোগকালে জনসাধারণের পাশে থেকে উদ্ধার ও ত্রাণ তংপরতায় বিজিবি সদস্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাদের দায়িত পালন করে যাচেছ। জননিরাপত্তা ও জনকল্যাণে এ বাহিনীর অবদান বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনস্বীকার্য। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় বিজিবি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত ওরুতুপূর্ণ ভমিকা রেখে জনগণের আন্তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আমি আশা করি, বিজিবি সদস্যগণ সততা, শৃঙ্খলা ও কর্তব্য নিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের উপর

দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা, মাদক, চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধের

অর্পিত দায়িতু পালন করে এ বাহিনীর মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে। আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন।







বঠার গার্ড বাংলাদেশ

'বর্ভার পার্ত্ত বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০২৪' উপসংক্ষ্যে এ বার্হিনীর সকল অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা, অন্যান্য পদবির সৈনিক ও অসামরিক সদস্যকে জ্ঞান্যই আন্তরিক ওডেক্স্যে ও অভিনন্দন।

বিজিবি দিবসের এই তভক্ষদে আমি গভীর শ্রন্ধার সাথে স্মরণ করছি এ বাহিনীর সকল অকুতোভয় সৈনিকদের বিজ্ঞান দিশ্বসের এই তড়জনে আমি গড়ান্ত ক্রছার সাথে "খনল করাছ এ বাহিনার সকল অনুক্রেডার সোনকদের মারা নেশান্ত করা আইনাতার জন্ম আনুষ্ঠান করাই করা করাই এই এই আন বিহিন্দ করাই এই আন শতিনের বিহন্ত ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ সীমান্তরকী বাহিনী তথা সময় জাতিকে করেছে গৌধবাধিত। মুক্তিমুক্তে অসামান্য অবনানের স্থীকৃতিদ্বরুপ এ বাহিনীর ১৯ জন বীর প্রত্যন্ত কর্মীল লাগ্যন্ত মারেক মুল্ল আমুল্য ক্রউজস্য ৯ জন বীর প্রত্যন্ত ২০ জন বীর বিক্রম ও ৭৭ জনকে বীর প্রতীক বেখারে করাই করা হয়। মুক্তিমুক্ত জাত্মত সেখার করাই এই করা হয়। মুক্তিমুক্ত জাত্মত সেশান্তরকার বৃহত্তর কণ্যাগে এ বাহিনীর যে সকল সদস্য বিক্রা সময়ে আত্মেত্যপর্ত করাই আমি কর্মিন আত্মান করাই এই ক্রামের আমি তালের স্থিতির সময়ে আত্মেত্যপর্ত করাই আমি ক্রমেন আমি ক্রমেন করাই এই জানের করাই এই জানের করেই মার্শন্তিবার করাই এই জানের করেই মার্শন্তিবার করেই আম্বান করিই।

মাণ্ডিখনাক কামনা করছি।
ফুলিখ ২.১৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী 'বর্ডার গার্ড বালোদেশ' বর্তমানে একটি আধুনিক, ফুলুজল ও সুস্থাতিত বাহিনী
হিন্তের ব্রতিজিত হয়েছে। দেশের ৪,৪.২৭ বিজোমিটার সুদীর্ঘ সীমান্ত এহরার মাধ্যমে দেশের অবছরা ও
সার্বক্রীমত্ত বক্ষার সুমান দারিক্ত অকার ঘূলতা ও সহকারার সাম্যে পালন করে আগছে 'বীমান্তের অকল্প রাহরী'
বর্ত্তার গার্ড বাংলাদেশ। সোধানালার প্রতিরোধ, মানক ও নারী-দিশ লাচার রোধসহ যেকোনো আন্তর্তারীয়ান্ত
অপরাধ নদনের নাশানালি দেশের অক্যান্তরীর আইনলুজনা রক্ষা এবং প্রাকৃতিক সুর্বোগনহ যেকোনো আন্তর্তারীয়ান্ত
অপরাধ নদনের নাশানালি দেশের অক্যান্তরী জনকারে সকলের আগ্রান্তর বিভাগ করেকে সক্ষম
যাছে। বর্তমান প্রক্রাণান্তর লালনিবালার ও জনকারানে বা বাবিনীর অবনাল অবশ্রীভার গ্রান্তর হামানে শান্তি
প্রতিন্তি মোনালির মাধ্যমে অনগালের জননালের সালকারানে বা বিভিন্ন সন্ত্রাদী নালকার করার সক্ষম
যাছে। বর্তমান প্রক্রাণান্তর স্বিন্তর্তার করার বিভাগ বি আহনপূৰ্ণনা পাৱস্থাত শাৱস্থা, সামান্ত সাতে বিভাকত আন্তৰ্গাৰ সমান্তৰ বোৰ ও আক্তৰ, নামন্তৰকা আনাকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজিত্ত জৰুপৰ্য স্থাপনা, হাসপাতাল ও শিক্ষ কাকখনাৰ নিৰ্দাপন্ত বিধান, জ্বাস্থানে আহত ছাত্ৰ-জনতাৰ চিকিৎসাৰ বাবস্থা ও পুনৰ্বামন, দুৰ্গাপুজাগৰ সংখ্যালয় সম্প্ৰদায়েৰ নিৰাপত্তা বিধান এবং আজিতট্টোৰ ক্ষমতানহ যৌখ অভিযান পৰিতালনায় বিজিবিৰ দক্ষতা ও পেশাদানিত্ব বাগক সমাদৃত হয়েছে। এছাড়া সাম্প্ৰতিকভালে দেশের দক্ষিশ-পুৰক্ষিত্ৰল জ্বামাহ বলান্ত্ৰ ক্ষমিত্ৰা কোন্তৰ উচ্চাত কংগৰতা, আসমান্ত্ৰী বিভৱন এবং বিনামুল্যো চিকিৎসানেৰা প্ৰদানে বিজিবিশ্ব কৃষিকা দেশবাসীর ব্যাপক প্রশংসা কৃত্তিভেছে।

সভতা ও সত্যবাদিতা, আনুগভ্য, নিষ্ঠা এবং শৃক্ষান্য এই চাবটি গুণের সমন্বয়ে বিন্ধিব'র প্রতিটি সদস্যকে অর্পিত যেকোনো নায়িত্ব পালনের মাখামেই বিন্ধিবিকে 'সীমান্তের নিরাপত্তা ও আছার প্রতীক' এ রূপ নিতে হবে। আমি বিন্ধিব'র সকল সদস্য এবং তাদের পরিবাহবর্ষের সর্বাঙ্গীণ সাঞ্চন্য ও কল্যান কামনা করন্তি।



আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সীমান্ত রক্ষার ২২৯ বছর: বিজিবি'র গৌরবময় ইতিহাস

বাংলার মাটি তার সম্ভানদের রক্ত, ঘাম ও অসীম আজ্বত্যাগে নিজেকে রাঙিয়ে রেখেছে। এই মাটির সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণে অবিচল থেকেছে সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী, যার রয়েছে ২২৯ বছরের এক মহাকাব্যিক যাত্রার ইতিহাস। ব্রিটিশ আমলে গঠিত 'রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন' থেকে তরু করে আজকের 'বর্ডার গার্ভ বাংলাদেশ (বিজিবি)' পর্যন্ত, এই বাহিনীর প্রতিটি ধাপ বাংলাদেশের মানুষের জন্য গর্বের প্রতীক। রাষ্ট্রের পরিবর্তন, মানচিত্রের রূপান্তর এবং বাহিনীর নাম পরিবর্তিত হলেও তাঁদের আত্মত্যাগ ও দায়িতুবোধ কখনোই বদলায়নি।

১৭৯৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইভিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের পাহাড়ি সীমান্ত সুরক্ষার জন্য 'রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন' গঠন করে। স্থানীয় যুবকদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনী প্রথম থেকেই সীমান্ত এলাকায় শৃঙ্গলা রক্ষা ও শত্তুর আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত পালন করে। ৬ পাউভ গোলার ৪টি কামান ও দু'টি অনিয়মিত অশ্বারোহী দল নিয়ে এই বাহিনীর যাত্রা পুরু। প্রথম দিকে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, লুসাই বিদ্রোহ দমন ও মগ দস্যু দমন ছিল এই বাহিনীর মূল কাজ। এই বাহিনী গুধুমাত্র অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি বরং শৃঞ্জলা ও আজ্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ১৮৬১ সালে সময়ের চাহিদা ও পরিবর্তনের শ্রোতে বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে 'ফ্রন্টিয়ার গার্ডস' রাখা হয়। নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে বাহিনীর কার্যক্রমও বিস্তৃত হয়, যেখানে তারা শত্তুর আক্রমণ প্রতিহত করার পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় শাস্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করে। ১৮৯১ সালে বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে 'বেঙ্গল মিলিটারি পুলিশ' রাখা হয়। আধুনিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণে সক্ত্রিত এই বাহিনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে মেসোপটেমিয়া ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে অংশ নেয়। তাদের বীরত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্চপর্যায়ে প্রশংসিত হয়। মেজর গোপাল চন্দ্র দাস এবং তার সহযোদ্ধারা এই সময় 'আবর মেডেল' ও 'অর্ডার অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' অর্জন করে, যা বাহিনীর গৌরবময় ইতিহাসে এক উজ্জ্ব অধ্যায় হিসেবে যুক্ত হয়। ল্যান্স নায়েক ফুলি রাম তার অসামান্য বীরত্বের জন্য 'ইভিয়ান অর্ডার অব মেরিট' পদক লাভ করেন। ১৯১৪ সালে 'কোমাগাটা মারু শিখ দাঙ্গা' দমনকল্পে বাহিনীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পায়। হাওড়ায় দাঙ্গা প্রতিরোধে তাদের অসাধারণ কর্মদক্ষতা বাহিনীকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করে। একই বছরে বক্সাদার ও হুগলিতে দু'টি নতুন ডিটাচমেন্ট ক্যাম্প স্থাপন করা হয়, যা বাহিনীর কার্যক্রমকে আরও বিস্তত করে। ১৯১১ সালে মিশমি মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাহিনীর গৌরবময় ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোগ হয়। এই মিশনে শক্রকে সফলভাবে প্রতিহত করে দেখানোর পর, বাহিনীর সদস্যদের জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রশংসা বার্তা আসে। সূবেদার মেজর গোপাল চন্দ্র দাস "অর্ডার অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া" পদক লাভ করেন এবং দিল্লি দরবারে তাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। ১৯৪<mark>৭ সালে</mark> ভারত বিভক্তির পর, পূর্ব বাংলার অংশটি পাকিস্তানে পড়ে এবং বাহিনীর <mark>নাম</mark> পরিবর্তন করে 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর)' রাখা হয়। নতুন নামে বাহিনীটি সীমাস্ত সুরক্ষা ও অভ্যস্তরীণ শৃহ্বালা রক্ষার কাল্প তরু করে। ১৯৫৮ সালে ভারতীয় বাহিনীর সাথে এক সংঘর্ষে মেজর তুফায়েল মোহাম্মদ শহীদ হন, যার বীরড়ের জন্য তাঁকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব 'নিশান-ই-হায়দার' প্রদান করা হয়। এই ঘটনা বাহিনীর ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে যুক্ত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সেই মহাকাব্যিক অধ্যায়ে আকাশে বন্ধ্রধনি আর মাটিতে রক্তের শ্রোত মিলেমিশে রচনা করেছিল এক অমর সুর। তৎকালীন ইপিআরের অকুতোভয় সদস্যরা ছিলেন একেকজন জীবন্ত কিংবদন্তি। হাতে সাধারণ মানের অস্ত্র, কিন্তু হৃদয়ে ছিল অসীম সাহস, অগাধ দেশপ্রেম আর বীরতুের অগ্নিশিখা। তাঁদের আত্মত্যাগের সেই মহিমা যুগে যুগে বাঙালির হৃদয়ে হয়ে থাকবে এক অক্ষয় দীপশিখা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের সেই ভয়াল রাতে, যখন ঢাকার পিল্<mark>যানায়</mark> ইপিআর সদর দপ্তরে হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতম আক্রমণ নেমে আসে, তখনও তাঁরা নতজানু হয়নি। বুড়িগঙ্গার পাড়ে জিঞ্জিরায় রচনা করেন প্রতিরোধের প্রথম অধ্যায়। পরবর্তী নয় মাসে বাংলাদেশের ১১টি সেষ্টরে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের বীরত্নগাথা। চট্টশ্রাম, রাজশাহী, কৃষ্টিয়া, যশোর, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর ও সিলেটের রক্তাক্ত মাটিতে তাঁরা রচনা করে বাঙালির বীরতের ইতিহাস। ইপিআরের প্রায় ৮ হাজার বাঙালি সদস্য, যাঁরা বুকের তাজা রক্তে দেশের মানচিত্র অঞ্চন করেছিলেন তাঁদের রণকৌশল ও আত্মত্যাগের কাহিনী বাঙালি জাতির প্রতিরোধ সংগ্রামে যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা। সম্মুখ যুদ্ধ, গেরিলা অভিযান কিংবা আত্মঘাতী আক্রমণ প্রতিটি অপারেশনে তারা দেখিয়েছেন অকল্পনীয় বীরত। এ বাহিনীর শহীদ ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ এবং শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, যাঁদের বীরতের স্বীকৃতি 'বীরশ্রেষ্ঠ' স্বেতাব আমাদের গৌরবাখিত করেছে। এ বাহিনীর আরও ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম, ৭৭ জন বীর প্রতীক তাঁদের বীরতুগাঁখা দিয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। মুক্তিযুক্তে ইপিআরের ৮১৭ জন বীর সৈনিকের শাহাদত আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে করেছে অমোচনীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য সরকার ২০০৮ সালে বাহিনীকে প্রদান করে 'স্বাধীনতা পদক'। তৎকালীন ইপিআর সৈনিকদের হিমালয়সম মনোবল আর অসীম আত্মত্যাগ জাতির জন্য অনস্ত প্রেরণার উৎস। তাঁদের মহাকাব্যিক বীরতে আলোকিত এ বাহিনী আজও দেশমাতৃকার সেবায় নিয়েজিত থেকে পূর্বসূরিদের গৌরবগাঁখা ধরে রেখেছে। তাঁদের আত্মত্যাগের অমর কীর্তি আমাদের স্মৃতিতে চির অস্তান হয়ে থাকবে।

স্বাধীনতার পর, ইপিআর নতুন নামে 'বাংগাদেশ রাইফেগস্ (বিডিআর)' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাহিনীটি সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপন্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাইফেলস্ বাহিনী সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সহায়তা করে। সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিবেশী ভারতের সাথে বেশ কয়েক দফা প্রাণঘাতী সংঘাতের ঘটনাও ঘটেছে। ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে বড়াইবাড়ি ও পাদুয়া সীমান্তে সংঘর্ষের ঘটনা বাংলাদেশের সীমান্ত ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার বড়াইবাড়িতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে বিশৃঞ্চলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালালে বিডিআর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। চার দিন ধরে চলা এই সংঘর্ষে তিনজন বিডিআর সদস্য শহীদ হন এবং ১৬ জন বিএস<mark>এফ</mark> সদস্য নিহত হন। একই সময়ে, সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রতাপপুর সীমান্তের পাদুয়াতে সংঘর্ষ হয়, যেখানে বিভিআর বিএসএফের विवाद (बरबंद आर्दरावीशक दक्षांश कीरावद का अध्करनात श्रेतिका (का । ১००० ক্রপে দেয়। এই দ'টি ঘটনার মধ্য দিয়ে বিভি আখাউড়া উপজেলার হীরাপুর গ্রামে আরেকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ও কিছু স্থানীয় বাসিন্দা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে বিশৃঞ্জলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালালে বিভিআর তাতে বাধা দেয়। সংঘর্ষে বিএসএফের একজন কর্মকর্তা ও একজন সদস্য নিহত হয়। বাংলাদেশের ভূখও রক্ষার জন্য বিভিআরের এই ভূমিকা তাঁদের সাহসিকতার আরেকটি জ্বলম্ভ উদাহরণ। ২০০৯ সালে পিলখানা হত্যাকাণ্ড বাহিনীর ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে রয়ে যায়। এই দুঃসময়ের পর, বাহিনীটি পুনর্গঠিত হয় এবং ২০১০ সালে নাম পরিবর্তন করে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)' রাখা হয়।

বর্তমানে এই বাহিনী উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে চোরাচালান দমন, মাদক, অস্ত্র ও নারী-শিশু পাচার রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা সংকটের সময় বিজিবি'র মানবিক ভূমিকা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপত্তা ও খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিজিবি যে ভূমিকা পালন করেছে, তা বাহিনীর ইতিহাসে এক অনন্য দষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ নানা চ্যালেঞ্চ ও পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। এই সময়ে দেশের জনগণের নিরাপন্তা, আইন-শৃঞ্জলা ও মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে বিজিবি গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড তধু সীমান্ত রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জাতীয় সংকট মোকাবিলা ও জনকল্যাণমূলক কাজে তাদের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব প্রশংসনীয়। বর্তমানে বিশেষ করে ৫ আগস্টের অভ্যত্থানের পর দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে বিজিবি সীমান্তে চোরাচালান, মাদক পাচার এবং অবৈধ পারাপার রোধে আরো কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে।

আধুনিক প্রযুক্তি ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকা মনিটরিং করে বিজিবি সফলভাবে চোরাচালান রোধ করছে। সীমান্তে শ্মার্ট সিকিউরিটি সিস্টেম স্থাপনের ফলে সীমান্তবর্তী এলাকা ও জনসাধারণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজিবি'র এই ভূমিকা গুধুমাত্র

রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় সহায়তা করেনি বরং সীমান্ত এলাকার আইন-শৃঞ্চলা প্রতিষ্ঠায়ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।





আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি বিজিবি আহতদের হাসপাতালে পৌছে দেওয়া, চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং তাদের পুনর্বাসনের কাজ করেছে। (২)

বন্যার সময়ে উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ বিতরণ। ২০২৪ সালে জুলাই-আগস্ট অভ্যত্থানের পরপরই বাংলাদেশ ভয়াবহ বন্যা

পরিস্থিতির সমুখীন হয়, যেখানে লাখ লাখ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমন দুর্যোগময়

পরিস্থিতিতে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)' তাদের জনকল্যাণ ও সেবামূলক ভূমিকা দিয়ে নতুন করে মানবিকতার

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সাধারণত সীমান্ত রক্ষা ও দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বিজিবি'র প্রধান দায়িতু। তথাপিও

সাম্প্রতিক বন্যায় বিজিবি সদস্যরা তাদের দায়িত্বের গত্তি পেরিয়ে মানুষের সেবায় নেমে আসে। (১) বন্যাকবলিত

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। (৩) বন্যা দুর্গত অসহায় মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা

হিসেবে।



CONON

মোঃ খোনা বৰস চৌধুৱী